দূরের সমুদ্র
সাইদ হোসেন

দূরের সমুদ্র

****

সাইদ হোসেন

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০০৯

Date of first edition publication: April, 2009

© সাইদ হোসেন কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
© Published by Sayed Hossain

Contact Address:

Sayed Hossain
Faculty of Management
Multimedia University
63100 Cyberjaya
Malaysia
E-mail: sayed.hossain@yahoo.com

My personal website: www.sayedhossain.com

© Sayed Hossain 2009

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন

© Durer Shomudro by Sayed Hossain 2009.

ISBN No.

** A short story

মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটি

ঠিক আটটায় শুরু হলো পরীক্ষা, টানা তিনঘন্টা চলবে । এই তিন ঘন্টা স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে পুলিশের মতন যেন কেউ ঘাড় ঘোরাতে না পারে । এই পুলিশি ব্যাপারটার মধ্যে একটা আনন্দ আছে আর তা হলে আজকের মতন আমি হর্তাকর্তা । কোন শিক্ষার্থীর নকল ধরতে পারলে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড কিন্তু সাসপেন্ড করবার পর শিক্ষার্থীর চেহারা দেখে পুলিশি আনন্দটা আর থাকে না । শুধু মনে হতে থাকে নকলটা নাইবা ধরতাম । একটা ধমক দিয়ে দিলেই তো হতো ।

মাস্টারীর চাকির নিয়ে মালয়শিয়া এসেছি কিছুদিন হলো । সকাল-বিকেল ক্লাস নেই তারপর সন্ধ্যের পর হাঁটতে বেরই । আমার থাকবার জায়গাটা একেবারে পাহাড়ের উপরে, সেই পথে প্রতি সন্ধায় হেঁটে যাই । এদেশে পাহাড় আর জঙলের কোন ঘাটতি নেই । জলা-জঙল আর পাহাড় দিয়ে ঘেরা পুরোটা দেশ । দিনভর সূয্যি মামা আলো ছড়ান তারপর বিকেলের দিকে তিনি সরে পড়েন মেঘের আড়ালে । শুরু হয় বৃষ্টি । বিকেলে বৃষ্টি নামবে সেটা একরকম বলে দেয়া যায় এদেশে তবে বেশিক্ষণ থাকে না । ঝটাপট বৃষ্টি হয়ে আবার সব ঠান্ডা ।

দেখতে দেখতে রাত এগারটা বাজলো । ঘন্টি পড়লো পরীক্ষা শেষ হবার । খাতা গোটাতে শুরু করেছি । এক ছাত্রী এসে বললো, সে আইডি নাম্বার দিতে ভুলে গেছে । আবার সব খুলে আইডি নাম্বার দেয়া হলো । আরেকজন এসে বললো, সম্ভবত খাতায় স্টাপলার পড়েনি । সেটা খুলে দেখা হলো । এসব করতে করতে রাত বারটা তারপর হাঁটা দিয়েছি ফ্যাকাল্টির দিকে । ক্যাম্পাসের ভেতরে যথেষ্ট নিরাপত্তা আছে বলে রাত-বিরেতে মেয়েদের কোন অসুবিধেয় পড়তে হয় না । শাড়িটা ভাল করে গুজে হাঁটা দিয়েছি । দশ মিনিটের মতন লাগলো অফিসে পৌছতে । খাতাপত্র রেখে একগ্লাস পানি খেয়ে একটু জিরিয়ে নিলাম তারপর হাঁটা দিলাম বাড়ির দিকে । মাল্টিমিডিয়া ইউনিভার্সিটির মধ্যেই আমার কোয়ার্টার । এক এ্যারাবিয়ান মেয়ের সাথে শেয়ার করে থাকি । সোজা হেঁটে গেলে পনের মিনিটের বেশি লাগবে না আমার অফিস থেকে ।

ফ্যাকাল্টি পেরিয়ে লাইব্রেরীর সামনে চলে এসেছি । লাইব্রেরির চত্বরে কাউকে দেখলাম না । ভেতরে দুই একজন চোখে পড়লো, ঢুকে পড়লাম ভেতরে । সারা লাইব্রেরী ফাঁকা, রাত অনেক বলে সবাই বাড়ি ফিরে গেছে । কিছুক্ষণের মধ্যে লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে যাবে । তড়িঘরি করে একটা বই নিয়ে কাউন্টারে এলাম । এসে দেখলাম একটা মেয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে । মেয়েটা কাঁদছে মাথা নিচু করে ।

আমার পায়ের শব্দে মেয়েটা উঠে বসলো । তড়িঘরি করে চোখ মুছে হেসে বললো, ম্যাডাম, কিছু চাই তোমার?

আমি বললাম, বইটা borrow করতে চাই ।

নিশ্চয়, এই বলে বইটা কম্পিউটারে রেকর্ড করে বললো, তিন মাস রাখতে পারবে ।

বইটা বগলে নিয়ে হাঁটা দিয়েছি তারপর কি মনে হলো ফিরে এসে বললাম, তুমি কি কাঁদছিলে?

মেয়েটা কেমন অপ্রস্তত হয়ে গেল । বললো, ও কিছু না । কান্না পেল, তাই কাঁদলাম ।

আমি বললাম, আমি কি তোমার জন্য কিছু করতে পারি ?

- কি করতে চাও তুমি?

- দেখি কিছু করা যায় কিনা ?

মেয়েটা বললো,

অনেক দিনের পুরোনো সম্পর্ক ভেঙে গেছে তাই কাঁদছি, এই বলে মেয়েটা হাসলো কি কাঁদলো বোঝা গেল না ।

আমি বললাম,

কেঁদে কি করবে? যে যাবার সে যাবে, হাতি-ঘোড়া দিয়েও বেধেও রাখতে পারবে না ।

- আমি জানি কিন্তু কান্না আসলে কি করবো?

আমি চুপ হয়ে গেলাম । বললাম, তোমার নাম কি?

- আমি মাস্তুরা । এ্যাসিসট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কাজ করি বছর তিনেক হলো । বই পত্র ঘেটেঘুটে ঠিক রাখি, তুমি?

আমি মারিয়া ফেরদৌসি হোসেন । এখানে মাস্টারি করি, অর্থনীতি পড়াই ।

- তোমাকে তো আগে কখনো দেখিনি?

- কেবলি জয়েন করেছি, তাই দেখনি ।

- তুমি কোন দেশের মানুষ ?

- বাংলাদেশের ।

- তুমি যে ড্রেসটা পড়েছো এর নাম কি?

- শাড়ী ।

- তোমাকে কিন্তু খুব মানিয়েছি ।

আমি খুশি হয়ে বললাম, তুমি পড়তে চাও?

- তুমি যেভাবে পেচিয়েছ, সেটা আমার দ্বারা হবে না, তাছাড়া এই শাড়ী পড়ে আমি হাঁটতেও পারবো না । তুমি তো দেখছি বেশ হাঁটাচলা করছো ।

- আমাদের অভ্যেস আছে তাই অসুবিধেয় পড়তে হয় না । তুমি কদিন পড়লেই হাঁটতে পারবে ।

মেয়েটা হেসে দিল । কিছু বললো না ।

আমি বললাম, তোমার সাথে কথা বলে ভাল লাগলো । শুধু একটা অনুরোধ করবো?

- করো ।

- আর কাঁদবে না ।

মেয়েটা মাথা নেড়ে সায় দিল ।

- আরও একটা কথা । তুমি যার জন্য কাঁদছো ওর নাম কি?

- আজিজ । মোহাম্মদ নিক আজিজ ।

- ও এখন কি করে ?

- ব্যবসা ।

আমি আর কিছু বললাম না । হাঁটা দিলাম বাড়ির দিকে ।

নেমনতন্ন

সারাদিন ক্লাস চললো । বিকেলের দিকে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছি ।

একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে বললো, ম্যাডাম, আজ এ পর্যন্তই । বাকিটা সময় গল্প করে কাটাই ।

আমি হেসে বললাম, কিসের গল্প ?

- ভূতের ।

সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল ।

আমি বললাম, এত কিছু থাকতে ভূতের গল্প ?

তখন মেয়েটি বললো,

আমার ভাল লাগে ভূতের গল্প । আমার বাবা খুব পড়েন ভুতের গল্প । আমি সেখান থেকে নিয়ে নিয়ে পড়ি, মাঝে মাঝে লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসি । ভয়ে মরে যাব তারপরেও পড়া চাই । তুমি এসব পড় না ?

- মাঝে মাঝে পড়ি ।

- কেমন মনে হয় ?

- ভালই তো ।

- তুমি এসব বিশ্বেস করো ?

- সম্ভবত না ।

তখন একজন বলে উঠলো,

ভূত-প্রেত নেই এসব কথা এদেশে খাটবে না । ভূত-প্রেত নিয়ে হাজারো গল্প চালু আছে এদেশে । অনেকে ভূতও দেখেছে ।

আমি কিছু বললাম না ।

তখন একজন বললো, তোমাদের দেশে ভূত নেই ?

আমি হেসে বললাম, এদেশে ভূত থাকলে আমাদের দেশেও থাকবার কথা ।

তখন মেয়েটি বললো,

আসলে ভূতের কোন নির্দিষ্ট থাকবার জায়গা নেই । ওরা দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায় । মালয়শিয়ার বিখ্যাত ভূতের নাম Pontianak, ও একজন মহিলা, এখানে সেখানে ঘুরে বেরায় ।

তখন পাশ থেকে একজন বললো, আমার পরিচিত একজনকে Pontianak আছর করেছিল পরে অনেক ঝার-ফুঁক দিয়ে ওকে ছাড়ানো গেছে ।

- ঠিক তাই, এই বলে একটি মেয়ে সায় দিল । এমন ঘটনা আমাদের শহরেও ঘটেছে । এক ছেলেকে উড়িয়ে জঙলে ফেলেছিল Pontianak ।

কিছুক্ষণের জন্য সবাই চুপ তারপর একজন হেসে বললো, তোমরা যাই বলো এসব আমি বিশ্বেস করি না । আসলে ভূত বলতে কিছু নেই, এগুলো বানানো গল্প ।

ছেলেটা খুব জোড় দিয়ে বললো কথাটা ।

আমি বললাম,

ভূত-প্রেত নিয়ে সবচেয়ে বেশী গল্প চালু আছে ভারতবর্ষে । কত পদের যে ভূত ওখানে আছে, সে হিসেব কেউ জানে না । আমার মামাই তো ভূত দেখেছেন । সে ভূতটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে ।

- সেটা কি রকম ? সবাই এক সাথে বলে উঠলো ।

আমি বলতে শুরু করলাম,

একবার মামা ঘুমিয়ে আছেন একাকী ঘরে । সেটা ছিল গ্রাম-দেশ, শহর থেকে অনেক দূরে । সেদিন রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছিল ফলে বাড়ির লোকেরা কাথা মুড়ে ঘুমিয়েছে । আমার মামাও চাদর চাপিয়ে গুজো হয়ে ঘুমাচ্ছিলেন । অনেক রাতে খচখচ শব্দে মামার ঘুম ভেঙে যায় । গ্রামের বাড়ি বলে আলোর খুব একটা ব্যবস্থা নেই । হালকা আলোতে মামা দেখলেন একজন শুয়ে আছে অদূরে । মাথাটা সুন্দর করে কামানো । মামাকে জাগতে দেখে লোকটা উঠে বসলো । ঠিক তখনি বিজলি চমকাল । বিজলির আলোতে মামা দেখলেন লোকটার মাত্র একটা চোখ তাও কপালে ।

সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, একটি চোখ ?

হু বলে আমি মাথা নাড়লাম ।

- তারপর কি হলো ?

লোকটা মেয়েলি সুরে বললো, খড়া থাকলে আসতাম না, এই বলে গড়িয়ে গড়িয়ে পাশেই যে পুকুর ছিল সেখানে নেমে গেল ।

সারা ঘরে নেমে এসে পিন-পতন নিস্তব্ধতা । এক ছেলে বললো, খড়া থাকলে আসতাম না, এর মানে কি?

- খড়া মানে রৌদ্রময় শুষ্ক দিন । যেহেতু বৃষ্টি নেমেছে, তাই ওকে মামার ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছে ।

- ভূতটার নাম কি ?

- নিকুইন্দা । ওরা সাধারণত পানির নিচে থাকে । বৃষ্টি নামলে কারো ঘরে আশ্রয় নেয় ।

আবারও অনেকক্ষণ চুপ । এক মেয়ে বললো, ভূতের একটি চোখ তাও কপালে, এই প্রথম শুনলাম । আরেকজন বললো, তোমার গল্পটা অনেকদিন মনে থাকবে । আমার ভয় ভয় করছে ।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে সোজা লাইব্রেরিতে এসেছি । কিছু বই ছিল ফেরত দেবার । সময় মতন বই ফেরত দেয়া খুব কম ঘটেছে আমার জীবনে । যখনি ফেরত দিয়েছি, বিরাট অংকের লেট-ফি দিয়ে ফেরত দিয়েছি । জানি বইয়ের ডেট ফুড়িয়ে যাচ্ছে, তারপরেও আজ-যাই কাল-যাই করে যাওয়া হয়নি । এর পেছনে আছে অলসতা । বই ফেরত দিতে হবে মনে হতেই হাত-পা ভেঙে আসে ।

লাইব্রেরির বাইরে এসে দেখি মাস্তুরা হেঁটে যাচ্ছে ।

আমি বললাম, হ্যালো ।

মাস্তুরা হেসে বললো, ম্যাডাম ভাল তো ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

- তোমার কি ব্যস্ততা আছে ?

আমি ঘাড় নেড়ে না বললাম ।

চা কফি কিছু খাবে ?

ঠিক আছে চলো, এই বলে ওর পিছু পিছু ক্যাফেটেরিয়াতে ঢুকলাম ।

দেখতে দেখতে কফি চলে এলো । কফির কাপে চুমুক বসিয়ে দিয়েছি ।

মাস্তুরা বললো, তোমার মাস্টারি কেমন চলছে ?

- ভাল ।

- আগামী সপ্তাহ তো ছুটিছাটা । টানা সাতদিন ছুটি । তোমাকে নেমন্তন্ন করতে চাচ্ছি আমার বাসায়, আসবে?

- কোথায় যেন তোমার বাসাটা ?

- পোর্ট ডিকসন । মেলাকা যাবার পথে পড়বে ।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

ঠিক আছে আসছি । পোর্ট ডিকসনের অনেক নাম শুনেছি । কখনো যাওয়া পড়েনি ।

- তাহলে আসছো ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

- তোমাকে পোর্ট ডিকসনের সমুদ্র দেখিয়ে আনবো । আমার বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে সমুদ্র ।

সমুদ্রের কথা শুনতেই সমুদ্রের গর্জন এসে কানে ভর করতে লাগলো ।

।। ৩ ।।

পোর্ট ডিকসন

হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি হাকিয়ে দিয়েছি । সোজা দক্ষিণমূখী গাড়িটা ছুটে চলেছে । এভাবে পাঁচ ঘন্টা চললে ঠিক ঠিক সিঙাপুর পৌছে যাব কিন্তু এবার আর সিঙাপুর যাচ্ছি না । রাস্তায় পড়বে পোর্ট ডিকসন, ওখানে মাস্তুরার নেমন্তন্ন নিয়েছি ।

পোর্ট-ডিসকনে ঢুকতেই সাগর চোখে পড়লো । এপাশে পোর্ট-ডিকসন আর ওপারে সাগর, মাঝখানে রাস্তা । রাস্তার দু-ধারে বড় বড় গাছ বুনে দেয়া আছে । ছোট্র শহর পোর্ট-ডিকসন, ভীর-ভাট্রা নেই বললেই চলে । সন্ধের পর লোক চলাচল কমে আসে । সাগড়ের হাওয়া নিরন্তর এসে পড়ে শহরের উঠোনে ।

- বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি তো ?
- মোটেই না । দূর থেকে পানির ট্যাংকিটা চোখে পড়ছিল । একটানা চলে এসেছি ।
- ট্যাংকিটা থাকাতে আমাদের বাড়ি পেতে অসুবিধেয় পড়তে হয় না । যে কেউ চলে আসতে পারে । তোমাকে একটু ড্রিংকস দেই ?
- দাও ।

মাস্তুরা উঠে গেল, ফিরে এলো লাল সর্বত নিয়ে । ভেতরে বরফের কুচি দেয়া ।

খেতে শুরু করেছি ঠান্ডা সরবত । কিছুক্ষণের মধ্যে গলা ভিজে এলো । বাইরে তাকিয়ে দেখি লোকজন সাগরের পাড়ে বসে আছে । কেউবা নেমে গেছে সাগরের জলে । সাগরের হাওয়ায় জানালার পর্দা কাঁপছে থেকে থেকে ।

আমি বললাম, সাগড়ের পাড়ে থাকাটা কিন্তু কম ভাগ্যের না ।

মাস্তুরা বললো,

এদিক থেকে আমার রাজ-কপাল । সকাল-বিকেল সাগর দেখি । গভীর রাতে যখন জোয়ার আসে, তখন জোয়ারের গর্জনে ঘুম ভেঙা যায় । বাইরে তাকিয়ে দেখি ঢেউয়ের মাথায় মুকুট পড়ে সাগর

আছড়ে পড়ছে । একসময় জোয়ারের পানি আমাদের বাড়ির কাছে চলে আসে । কিছুক্ষণ দম ধরে থাকে তারপর আবার ফিরে যায় ।

- তখন নিশ্চয় তুমি বসে বসে সে সব দেখ রাতভর ?

- ঠিক তাই । কিভাবে বুঝলে?

- মনে হলো, তাই বললাম । ঠিক বলেছি?

- ইয়েস, ভুল হয়নি তোমার অনুমানটা । রাতভর বসে থাকি তারপর শেষ রাতে ঘুমুতে যাই । উঠতে উঠতে বেলা । ঘুম ভেঙে উঠে দেখি ভাটার টানে সাগর কৈ চলে গেছে ।

আমি বললাম, অফিস থাকলে কি করো?

- অফিস থাকলে সে হবার যো নাই, ফিরে যেতে হয় মাল্টিমিডিয়াতে । অফিসে গিয়ে স্বস্তি পাই না । মন পড়ে থাকে পোর্ট ডিকসনে কিন্তু আমি তো চাকরি করি । জীবিকার জন্য বাইরে আসতেই হয় ।

তাহলে কি চাকরি ছেড়ে দেবে?

- কি যে বল তুমি ? চাকরি আছে বলে আমি, আমার দুই-ভাই আর বাবা চলে যেতে পারি । ভাইরা কেবল ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে । ওদের পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার ছুটি নেই ।

ভাইদের পড়া শেষ হলে কি করবে ?

- তখন ছুটি নেব ।

- বিয়ে সাদি করবে না ?

মাস্তুরা হাসলো, কিছু বললো না ।

মাস্তুরা রান্না করেছে নিজের হাতে । মুরগির মাংস, ফুলকপির ঝোল আর ডালের তরকারি । সাদা ভাত দিয়েছে টেবিলে ।

আমি বললাম, তোমাদের সাথে আমাদের খাবারের অনেক মিল ।

-সেটা কি রকম ?

আমি বললাম, টেবিলে যা যা দেখছি এর সবি আমরা খাই বাংলাদেশে ।

মাস্তুরা হেসে বললো, আফটার অল আমরা এশিয়ান । ভাত থাকবেই আমাদের মেনুতে । তবে তোমরা খুব ঝাল দাও । ওসব আমরা এড়িয়ে চলি, হালকা সেদ্ধ করে নামিয়ে ফেলি ।

যখন আমাদের খাওয়া শেষ হলো, তখন বিকেল পড়তে শুরু করেছে ।

মাস্তুরা বললো, চল, তোমাকে সাগর দেখিয়ে আনি ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

সাগরের বেলা-ভূমি দিয়ে আমরা হাঁটা দিয়েছি । তাকিয়ে দেখলাম সূয্যি মামা ঢ়ালে নেমে এসেছে । একটু পরেই তলিয়ে যাবে সাগরের নিচে ।

আমি বললাম, জায়গাটা কিন্তু দারুণ । এমন আলো-হাওয়ার বিচ আমি খুব কম দেখেছি ।

- পূর্ণিমা রাতে আসতে, তো দেখতে কেমন সেজেছে আমাদের সাগর । সারাটা বিচ সোনার আলোয় ভরে উঠে । আমরা পাটি পেড়ে শুয়ে থাকি তারপর চাঁদ ডুবে গেলে ঘরে ফিরে যাই ।

আমি বললাম, আজিজের সাথে বিচে কখনো হেঁটেছো ?

খিল খিল করে হেসে উঠলো মাস্তুরা । সে হাসি চললো অনেকক্ষণ ।

- সাগড়ের পাড়েই তো আমরা বড় হয়েছি । ঐ যে দেখ নারিকেল গাছ, ওর পাশেই আজিজদের বাসা । এখন কেউ থাকে না, ঘর-বাড়ি তালা দেয়া ।

আজিজ এখন কি করে ?

- কিছুদিন হলো ক্লাস-মেটকে বিয়ে করেছে । এখন ব্যবসা করে । শ্বশুরের শো রুমে বসে ।

আমি আজিজের বাসার দিকে তাকিয়ে রইলাম ।

মাস্তুরা বলতে লাগলো,

ছেলেবেলা থেকে আমরা বড় হয়েছি সাগর দেখে । ঘুম থেকে উঠে প্রথম কাজ হলো দৌড়ে সাগর পাড়ে আসা । তখন আজিজ এসে পাশে বসতো । দূজনে মিলে শামুক কুড়াতাম তারপর মার ডাক পড়লে ঘরে গিয়ে নাস্তা করে সকুলে যেতাম । একদিন আজিজ আমার মা কে কি বলে জান?

কি বলে? আমি হাসিমুখে বললাম ।

- আমি মাস্তুরাকে বিয়ে করতে চাই ।

মা তো শুনে অবাক । এতটুকু পুচকে ছেলে বিয়ে করতে চায় । আমার মা হাসতে হাসতে বললেন কথাটা । আমিও হাসলাম মার সাথে সাথে কিন্তু ভেতরে ভেতরে দাগ কাটতে লাগলো । একদিন মনে হলো আজিজের কথাটা খুব সুন্দর, সম্ভবত এত সুন্দর কথা আমি কখনো শুনিনি ।

কেমন লাগলো গল্পটা ?

আমি বললাম, খুব সুন্দর । এরপর কি হলো ?

- তারপর আমরা বড় হলাম । আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে অলিখিত কথা হলো পড়াশোনার পর আমাদের বিয়ে হবে কিন্তু গন্ডগোল বাধালেন আমাদের মা ।

আমি বললাম, সেটা কি রকম ?

মাস্তুরা বলতে লাগলো,

- বারাবরি আমাদের বাবা কিছু করতেন না । ঘরে বসে সময় কাটাতেন । মার ঘাড়ে ছিল পুরোটা সংসার । পোর্ট ডিকসনের শেষ মাথায় আমাদের হাড়ি-পাতিলের দোকান । সেই দোকান চালিয়ে মা আমাদের সংসার চালাতেন । একদিন কি হলো, টাপুস করে মরে গেলেন আমাদের মা । তখন আমি কেবল কলেজ পাশ দিয়েছি, ইউনিভার্সিটি ঢুকবো ঢুকবো করছি । আমার আর পড়া হলো না । চাকরি নিলাম তোমাদের মাল্টিমিডিয়াতে । তোমাকে এক কাপ চা দেই?

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, দাও ।

চা বানিয়ে আনলো মাস্তুরা । তাকিয়ে দেখলাম জোয়ার আসতে শুরু করেছে । সেই পানি বেড়ে বেড়ে আমাদের পায়ের কাছে এলো । আমরা পিছিয়ে এসে বসলাম ।

মাস্তুরা বললো, দেখো তো চিনি হয়েছে ?

হু, হয়েছে । তোমরা বুঝি চিনি বেশি খাও ?

হু ঠিক ধরেছো । সরি, তোমার বুঝি চাপ পড়লো, আবার বানিয়ে দিচ্ছি ।

হেসে বললাম, তার দরকার হবে না । এখন বল, লেখাপড়া কি একদমি ছেড়ে দিয়েছ?

- না তা ছাড়িনি । পার্ট-টাইম পড়ি । রবিবার দিন ক্লাস করি দিনভর । আশা করছি এ-বছরি ব্যাচেলার ডিগ্রীটা হয়ে যাবে ।

আমি খুশি হয়ে গেলাম । বললাম, তারপর আজিজের কি হলো?

- তারপরের কাহিনী খুব ছোট । আজিজ একদিন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলো, শুরু হলো ওর নূতন জীবন । আগে যেমন ঢিলা-ঢালা পান্জাবী পড়তো, মসজিদে আজান দিলে সবার আগে গিয়ে হাজির হতো, আস্তে আস্তে সে সব ছেড়ে দিল । একদিন দেখি আটসাট ট্রাউজার পড়েছে, গায়ে পারফিউম । ইয়া লম্বা কলার ওয়ালা সার্ট ।

আমি বললাম, এসব কি পড়েছো ?

আজিজ হাসলো । কিছু বললো না ।

- এর কিছুদিন পর চুল কাটা বন্ধ করে দিল ও তারপর শুরু হলো মটর সাইকেল মহড়া । মফস্বল শহরের সুবোধ এক বালক রাতারাতি শহুরে হয়ে উঠলো । একদিন দেখি এক মেয়েকে নিয়ে ঘুরছে মটর সাইকেলে । শেষমেষ ঐ মেয়েকেই বিয়ে করেছে আজিজ ।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে চলেছি আর ভাবছি মাস্তুরার কথা । বললাম, তোমাদের সম্পর্ক কত বছরের ?

- দশ বছরের নিচে না ।

- দশ বছরের সব কথা একদিনে ভুলে গেল ছেলেটা ?

মাস্তুরা উত্তর দিল না । চুপ করে রইলো ।

কিছুক্ষণ পরে বললো, আমাকে ও কি বলে ডাকতো জান?

আমি বললাম, না ।

- জান । জান বলে ডাকতো আমাকে । দশ বছর ডেকেছে তারপর একদিন এসে বললো, আমাদের মধ্যে যা ছিল সবই বন্ধুত । তুমি বুঝতে পারনি ।

আমি বললাম, তুমি কি বললে ?

- আমি কিছু বলিনি । চুপ হয়ে ছিলাম ।

আমি আর কথা বাড়ালাম না, চুপ হয়ে গেলাম । তাকিয়ে দেখলাম রাত নামছে সাগরের পাড়ে । ধীরে ধীরে তারকারা যায়গা করে নিচ্ছে আকাশের নীলিমায় । জোয়ারের পানি এসে আছড়ে পড়ছে আমাদের পায়ের কাছে ।

আমি বললাম, এখন কি করবে ?

- আপাতত চাকরি করবো মাল্টিমিডিয়াতে তারপর ভাইদের পড়া শেষ হলে ছুটি নেব ।

- ছুটি নিয়ে কি করবে ?

- এদিকে আর থাকবো না । চলে যাব দূরের সমুদ্রে ।

- গিয়ে কি করবে ?

- কিছু করবো না । বসে বসে সমুদ্র দেখবো তারপর একদিন টাপুস করে মরে যাব, এই বলে মেয়েটা হাসতে লাগলো । আমিও হাসতে শুরু করেছি ওর সাথে । দুজনেই প্রাণ খুলে হাসছি । ঠিক বুঝতে পারছি না ঠিক কেন আমরা হাসছি । এক সময় তাকিয়ে দেখলাম বিচে শুধু আমরাই বসে আছি । সবাই ফিরে গেছে যার যার ঘরে ।

।। ৪ ।।

মারসেইলি

ফ্রান্সের অন্যতম পুরোনো শহর মারসেইলি, একেবারে ভূ-মধ্যসাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে । মালয়শিয়ার চাকরি ইস্তাফা দিয়ে আস্তানা গেড়েছি মারসেইলিতে । কাছেই একটা ইউনিভাসিটিতে পড়াই । যা পাই তা দিয়ে বেশ চলে যায় ।

এখন সামার চলছে সারা ইউরোপে । স্কুল-কলেজে তালা পড়িয়ে সবাই বাড়ি ফিরে গেছে । আগামী তিন মাস কোন খোঁজ থাকবে না তারপর সামার ফুরুলে আবার ফিরে আসবে সবাই ।

ইউরোপে যাবার কোন জায়গা নেই আমার, তাই ঠিক করেছি সাগরে সাগরে ঘুরে বেড়াবো । ভূ-মধ্যসাগরের পাড় দিয়ে এগিয়ে আটলান্টিকে পড়বো তারপর আড়আড়িভাবে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এল-সালভাদরে এসে নামবো । এল-সালভাদরে কদিন কাটিয়ে ফিরে যাব ইউরোপে । খোঁজ নিয়ে জানলাম প্রতি সপ্তাহে একটি জাহাজ যায় । দেরি না করে জাহাজের টিকেট কেটে এসে বসেছি । একটু পড়ে ডাক পড়বে, তখন লাট-বহর নিয়ে জাহাজে উঠবো । তাকিয়ে দেখলাম সামনেই বয়ে চলেছে বীস্তির্ণ ভূ-মধ্যসাগর আর তারি উপর দিয়ে ঝাকে-ঝাকে গাঙচিল উড়ে চলেছে । কত স্বাধীনভাবে উড়ছে ওরা ।

তুমি মারিয়া ম্যাডাম না?

তাকিয়ে দেখি এক মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে । মাথার চুল শক্ত করে বাধা । আপাদমস্তক সাদা পোশাকে মোড়ানো । সম্ভবত কোন জাহাজ কোম্পানির লোক । চেহারাটা খুব পরিচিত মনে হলো, ধরতে নিয়েও ধরতে পারছি না ।

আমি বললাম, সম্ভবত আমি তোমাকে চিনি । কোথায় দেখেছি বলো তো?

মেয়েটা হেসে বললো, একটু মনে করবার চেষ্টা কর । এত তাড়াতাড়ি ধরিয়ে দিলে তো হলো না ।

আমি আর তাকালাম না ওর দিকে । বসে বসে মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলাম ।

দূরের সমুদ্র, এই বলে মেয়েটা খিল খিল করে হেসে উঠলো ।

তুমি মাস্তুরা, ঠিক ?

- চিনতে এতো দেরি করলে ম্যাডাম ?

সরি, কিছু মনে করো না ।

- মনে করবার কি আছে ? মানুষ-মানুষকে ভুলে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক, এই বলে মেয়েটা হাসলো কি কাঁদলো ঠিক বোঝা গেল না ।

আমি বললাম, এত বছর পর কোত্থেকে উদয় হলে? তাও আবার ইউরোপে?

- দূরের সমুদ্র দেখবো বলে জাহাজ কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছি । এখন জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়াই । দুদিন হলো মারসেইলিতে এসেছি, কাল চলে যাব মাদাগাস্কারে । তুমি এখানে?

- এখানে মাস্টারির চাকরি করি বছর খানেক হলো, ছাত্র-ছাত্রী পড়াই । এখন ছুটি চলছে তাই ঘুরতে বেরিয়েছি ।

- কই যাচ্ছ?

- এল সালভাদর ।

- এল-সালভাদরে যাবার বিশেষ কোন কারণ আছে কি ?

আমি হেসে বললাম,

ভারতবর্ষে যাবার রাস্তা খুঁজতে গিয়ে কলম্বাস এল-সালভাদরে এসে নামেন । তিনি ভাবলেন তিনি ভারতে পৌছে গেছেন, আসলে ওটা ছিল এল-সালভাদর ।

- সেই কথা মাথায় রেখে তুমি আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছ ?

ঠিক তাই, এই বলে আমি হেসে দিলাম ।

মাস্তুরা বললো, মালয়শিয়া আর যাওয়া পড়েছে ?

- এখানে আসবার পর আর যাওয়া হয়নি তবে প্রায়ই মনে পড়ে মালয়শিয়ার কথা । আকাশ ঝড়া বৃষ্টি, মাথা ভর্তি রৌদ্রু আর পাগল করা পাহাড়ী জঙল ।

- আর পোর্ট ডিকসন?

- ইয়েস । পোর্ট ডিকসনের কথাও মনে পড়ে । তোমার ভাইরা এখন কি করে ?

- ওরা চাকরি করে । বড়টা বিয়ে করেছে, ছোটটার বিয়ে সামনের মাসে ।

- তাই বুঝি তুমি ছুটি নিয়েছো ?

- হ্যাঁ । এখন আমার ছুটি । সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াব ।

- দেশে যাবে না ?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো মাস্তুরা । বললো, দেশে গিয়ে কি করবো ? বাবাটা ছিল তাও মারা গেছে কিছুদিন হলো ।

আমি বললাম, আজিজের কোন খোঁজ আছে ?

- না ।

- তোমার সাথে দেখা হয় ?

- না ।

আমি কিছু বললাম না, চুপ হয়ে গেলাম । তাকিয়ে দেখলাম মেয়েটাও চুপ হয়ে গেছে ।

www.sayedhossain.com

।। ৫ ।।

দূরের সমুদ্র

ভোর হয়ে আসছে । আস্তে আস্তে লালচে হয়ে উঠছে আকাশ । সূয্যি মামা কিছুক্ষণের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াবে তারপর উঠে আসবে সে তার বিশাল বপু নিয়ে ।

ভাল মতন চাদর চাপিয়ে বসেছি কিন্তু চাদরের ফাক-ফোকর দিয়ে ঠান্ডা ঢুকে পড়ছে, কোন ভাবেই ওকে ঠেকিয়ে দেয়া যাচ্ছে না । এক মগ গরম কফি নিয়ে বসলাম যেন ঠান্ডার ভাবটা কমে আসে । সাগরের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে আমার জাহাজ । গন্তব্য এল-সালভাদর । যেদিকে তাকাই না কেন শুধুই নীমিলা । কোথাও কোন কিনারা নজরে এলো না ।

মাস্তুরা এখন মাদাগাস্কারের পথে । তার যে স্বপ্ন ছিল দূরের সমুদ্র দেখবার তা পূরণ হয়েছে । সে এখন সমুদ্রের পথে পথে ঘুরে বেড়ায় । জানি না কতদিন ঘুরবে মেয়েটা । মনে মনে দোয়া করতে লাগলাম মেয়েটার জন্য । একসময় দেখলাম সূর্যের আলো এসে পড়েছে আমার হাতে ।

Please coment about the story at: sayed.hossain@yahoo.com
Please visit my domain: www.sayedhossain.com
April 26, 2009